চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২১ মার্চ ২০২২

আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলে মেয়র

বাংলার জমিনে মাইজভান্ডারী ত্বরীকাই হল একমাত্র ত্বরীকা যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন শাহ্সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (ক.)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আলহাজ্ব এম রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলার জমিনে যত আওলিয়ায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে-দ্বীন ইসলামের খেদমতে বিভিন্ন ত্বরীকার প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে এসেছেন তাঁদের সবাই ছিলেন বিশেষত অবাঙ্গালী। তাঁদের বেশীরভাগই ছিলেন আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশেষ করে ইয়েমেনের। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে রসুলে পাক আহমদে মোজতবা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (স.) কর্তৃক নির্দেশিত হয়েই এই উপমহাদেশে দ্বীনের খেদমতে এসেছিলেন। বাংলার জমিনে মাইজভান্ডারী ত্বরীকাই হল একমাত্র ত্বরীকা যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন একজন বাঙ্গালী সূফী-সাধক। আর তিনি হলেন গাউসুল আজম হযরত মাওলানা শাহ্সূফী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী (ক.)। বাংলার জমিনে মাইজভান্ডারী ত্বরীকাই হল একমাত্র ত্বরীকা যেটি বাংলা ভাষায় রচিত। মাইজভান্ডার দরবার শরীফের প্রধান দিবস বা মাইজভান্ডার ওরশ শরীফ বলতে কার্যত ১০মাঘ হযরত গাউসুল আজম মাইজভান্ডারীর ওরশ শরীফকেই বুঝায়। তাঁর প্রবর্তিত মাইজভান্ডারী ত্বরীকায় সর্বজনীন, উন্মুক্ত ও অবারিত আহবানের কারণে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিশ্বের সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট মাইজভান্ডারী দর্শন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। ইসলামী সুফীবাদের ধারাবাহিকতায় বাংলার জমিনে উদ্ভুত একমাত্র ত্বরীকা হিসেবে মাইজভান্ডারী ত্বরীকা আজ আধুনিক বিজ্ঞান, কোরআন সুন্নাহ সম্মত ত্বরীকারূপে ইতোমধ্যে বিশ্বের সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেছে। আজ সোমবার সকালে মাইজভান্ডার দরবার শরীফে আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের ত্রি-বার্ষিক কাউন্সিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

মাইজভান্ডার দরবার শরীফ সংগঠনের সভাপতি ও সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী আলহাজ্ব শাহ সুফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভান্ডারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর ড. কাজী মেজবাউল আলম মামুন। শোকরানা বক্তব্য রাখেন আওলাদে গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী শাহাজাদা সৈয়দ হোসাইন রাইফ নুরুল ইসলাম রুবাব মাইজভান্ডারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরতুল আল্লামা ড. মুহাম্মদ সাইফুল আজম আল-আযহারী, কাউন্সিল বক্তা শাহাজাদা ডা. সৈয়দ হোসাইন সাইফ নিহাদুল ইসলাম, বিশিষ্ট মাইজভান্ডারী গবেষক ও লেখক ড. সেলিম জাহাঙ্গীর। কাউন্সিলে অতিথি হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন, হযরত মাওলানা সৈয়দ আহমদুল হক মাইজভান্ডারী, সর্বজনাব মঈনুল হোসেন সাগর, সোলাইমান ভূঞা, গোলাম রহমান রাজু, বিশিষ্ট কলামিষ্ট, লেখক ও গবেষক ড. মোহাম্মদ মাসুম চৌধুরী। কাউন্সিলে উপস্থিত ছিলেন শানে গাউসুল আজম মাইজভান্ডারী ফোরামের যুগ্ম-সম্পাদক আলহাজ্ব নঈমুল কুদ্দুস আকবরী, নানুপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব শফিউল আযম, মাওলানা জসীম উদ্দীন, আকরাম হোসেন সবুজ ও এনামুল হক সেলিমসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের মহাসচিব আলহাজ্ব সৈয়দ মাহমুদুল হক।

কাউন্সিলে ১৪২৮-১৪৩১ বাংলা মেয়াদে আলহাজ্ব শাহ সুফী ডা. সৈয়দ দিদারুল হক মাইজভান্ডারী (ম.) কে সভাপতি এবং আলহাজ্ব সৈয়দ মাহমুদুল হককে মহাসচিব হিসেবে নির্বাচিত করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউছে মাইজভান্ডারী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ঘোষনা করা হয়। কাউন্সিল শেষে অধক্ষ দারুত্তালীম আলহাজ্ব মাওলানা নুরুল আবছার শরীফ সাহেবের ঈমামতিতে যোহরের নামাজ আদায় শেষে মিলাদ ও মোনাজাতের মাধ্যমে কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশনের সমাপ্ত হয়। কাউন্সিল শেষে মেয়র মহোদয় লেওয়া-ইআহমদী হেফজখানা ও এতিমখানা উদ্বোধন করেন।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

রাস্তা ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা পূর্বক চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করায় ৯ব্যক্তিকে ৩১হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন'র নেতৃত্বে বায়োজিদ রোডে ফুটপাত, নালা ও রাস্তার অংশ দখল করে ব্যবসা পরিচালনার কারণে চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৯দোকানদারের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩১হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

বন্দর সিবিএর সাবেক সাধারণ সম্পাদক স্মরণ সভায় মেয়র

একাত্তরে পাকিস্তানী অস্ত্রবাহী সোয়াত জাহাজ প্রতিহত করেছিলো বন্দর শ্রমিকেরা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের প্রাচীন ও প্রকৃতিগত বন্দর। বন্দরের ইতিহাস হাজার বছরের। এই বন্দরকে ঘিরে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সমৃদ্ধ হয়। অর্থ্যাৎ চট্টগ্রাম বন্দর বাঁচলে দেশ বাঁচবে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। বন্দরের শ্রমিকেরা ইতিহাসের অনেক ঐতিহ্যবাহী ঘটনার সাক্ষী। ১৯৭১সালে বাঙালীদের দমন করার জন্য পাকিস্তানী সোয়াত জাহাজে করে যে বিপুল পরিমাণের অস্ত্র নিয়ে বন্দরে নোঙ্গর করতে চাইলে তা প্রতিরোধ করেছিলো এই বন্দরের শ্রমিকেরা। সেদিন পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণে অনেক শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাই বন্দর শ্রমিকদের এই আত্মত্যাগ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, থাকবে। সেই বন্দর শ্রমিকদের নেতা ছিলেন শামশুল হক শফি। তিনি ছাত্র জীবনে পোর্ট কলোনীতে ছাত্রলীগের নেতা হিসেবে সাংগঠনিক কাজ শুরু করে পরবর্ত্তীকালে চট্টগ্রাম বন্দরে চাকরী নিয়ে চট্টল বীর এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর হাত ধরে শ্রমিক রাজনীতিতে জড়িয়ে ছিলেন। তার নেতৃত্বেই বন্দর রক্ষা আন্দোলন সহ শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায় করা সম্ভব হয়েছিলো। আজ সোমবার বিকেলে পোর্ট কলোনীর শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে বন্দর এলাকার নাগরিক কমিটির আয়োজনে জাতীয় শ্রমিক নেতা মরহুম শামশুল হক শফির স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি একথা বলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রেদওয়ানুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মহানগর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু, মহানগর শ্রমিকলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুল খালেক চৌধুরী, ডক বন্দর শ্রমিকলীগ ফেডারেশনের সাবেক সভাপতি এড. মাহফুজুর রহমান খান, নারী নেত্রী নূরজাহান বারী, এ.কে.এম আলাউদ্দিন, শওকত হোসেন জগলু, মোকারম হোসাইন, সাইফুর রহমান স্বপন, মেজবাহ উদ্দিন মোর্শেদ, আব্দুল ওয়াহাব, নাছির উদ্দিন শামীম, সৈয়দ আহমদ বাদল, মো. সোলায়মান, আবু বক্কর মোল্লা, শামসুদ্দিন টুনু, আমির হোসেন, আব্দুর রহিম, শামশুল হক শফির ভাই ইকবাল উদ্দিন প্রমুখ।

মেয়র আরো বলেন, জাতীয় শ্রমিক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ট্রেড ইউনিয়ন সমন্বয় বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে শামশুল হক শফি স্বৈরাচার বিরোধী ও বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তার শারিরীক অসুস্থতা থাকা স্বত্বেও শরীরের দিকে খেয়াল না রেখে সংগঠনের জন্য নিস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। এই রকম ত্যাগি নেতা আজকের দিনে পাওয়া বিরল।

বন্দর জাতীয় শ্রমিক লীগের সাবেক সভাপতি এড. মাহফুজুর রহমান খান বলেন, শামশুল হক চৌধুরী ছিল আমার কমিটির সাধারণ সম্পাদক। সে একজন দক্ষ সংগঠক ছিলো। সেই সাথে ছিলো বিনয়ী। আমরা যৌথভাবে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে নিউমুরিং কন্টেনার টার্মিনাল, ১৪২টি ভারী যন্ত্রপাতি ক্রয়ে সরকারের কাছে দাবীনামা পেশ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দুইটি প্রকল্প একনেক সভায় গেলে তিনি তা অনুমোদন করেছিলেন। এভাবেই বন্দরের উন্নয়নের জন্য শফি এবং আমরা মিলে ভূমিকা রেখেছিলাম।

বন্দর ডক শ্রমিক নেতা আব্দুল খালেক চৌধুরী বলেন, বন্দর শ্রমিকলীগ এম.এ হান্নানের হাত গড়া সংগঠন। শামশুল হক শফি এই সংগঠনের নেতৃত্বে এসেছিলেন। এই সংগঠনের কারণে আমেরিকান স্টিভেটর কোম্পানীর মাধ্যমে বন্দরকে বেসরকারি খাতে দেয়ার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা হয়েছিলো। এই আন্দোলন সংগ্রামে মরহুম শামশুল হক শফি ছিলেন অন্যতম কান্ডারী।

বহদ্দারহাট জামে মসজিদের উন্নয়নে সহযোগিতা করবো : মেয়র

বহদ্দারহাট জামে মসজিদের উন্নয়ন ও সংস্কারে সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। গত শুক্রবার জুমার নামাজের পূর্বে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর মোরশেদ আলম, এম. আশরাফুল আলম, এসরারুল হক উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র আরো বলেন, মসজিদ হলো আল্লার ঘর। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ও পূণ্যলাভের উদ্দেশ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ইসলামে মুসলিমদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের স্থান মসজিদ ধর্মকর্ম পালনের উপযোগী হবে এটা সব ধর্মপ্রাণ মুসল্লি প্রত্যাশা করেন। আমার বাড়ির সন্নিকটে বহদ্দারহাট জামে মসজিদটি দীর্ঘদিন নানা সমস্যা ও সংকটে জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সাথে আলাপ করে এই মসজিদকে আধুনিকায়নে সংস্কার ও উন্নয়নে যত ধরণের সহযোগিতা লাগে তা আমার পক্ষে তা করা হবে।

উল্লেখ নব গঠিত বহদ্দারহাট জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি পদে মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩